প্রাণহীন বুয়েট : পরীক্ষায় অংশ নেননি কেউ

২০ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ২০ অক্টোবর ২০১৯ ০০:২৭

প্রাণহীন বুয়েট। নেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কর্মচাঞ্চল্য। ছুটি শেষে গতকাল শনিবার থেকে পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও পরীক্ষায় বসেননি কোনো ব্যাচের শিক্ষার্থী। ১০ দফা দাবি আদায়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের যে আন্দোলন, এর প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও শিক্ষকদের আশঙ্কা, পরীক্ষা বর্জনের কারণে শিক্ষার্থীরা অনেক পিছিয়ে পড়বেন।

প্রায় দুসপ্তাহের টানা ছুটি শেষে গতকাল থেকে বুয়েটের সব একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা ছিল। ১৫ থেকে ১৮Ñ এ চারটি ব্যাচের টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল এদিন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে স্থবির হয়ে গেছে সব পাঠ-পরীক্ষা কার্যক্রম। আবরার ফাহাদ হত্যাকা-ের সঙ্গে জড়িত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিশ^বিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার না-করা পর্যন্ত আন্দোলনরতরা একাডেমিক কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দিয়েছেন। তারা বলছেন, বৃহত্তর স্বার্থে তারা কিছুটা ক্ষতিস্বীকার করে নিতেও প্রস্তুত আছেন।

এদিকে ফাহাদ হত্যার নির্ভুল তদন্ত ও প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ বিষয় জানিয়ে বুয়েট কর্তৃপক্ষ চাইছে, একাডেমিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলুক। সে লক্ষ্যে আন্দোলনরতদের সঙ্গে চলছে আলোচনা।

বুয়েটের ভারপ্রাপ্ত ছাত্র কল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. আবদুল বাসিত বলেন, অপরাধীরা কেউ ছাড়া পাবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিরপরাধ কোনো শিক্ষার্থী যেন হয়রানির শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে গেলে প্রয়োজন নির্ভুল তদন্ত।

এ জন্য একটু সময় লাগবে। ছাত্রদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে সে সময়টুকু তারা যেন দেয়। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীদের সব দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। হত্যাকা-ের সঙ্গে জড়িতদের বিশ^বিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। অভিযোগপত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে।

চলমান সংকটে সেশন জটসহ সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম পিছিয়ে পড়বে বলে শিক্ষকদের যে আশঙ্কা, সে সম্পর্কে বুয়েটের সহযোগী অধ্যাপক কাজী সাইফুন নেওয়াজ বলেন, ছাত্ররা সেশন জটে পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে তারা যখন পাস করে বের হবে, তখন দেখবে সমসাময়িক অনেকের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। সে কারণে আমি মনে করি, দ্রুত ক্লাস নিয়ে সেশন জট অতিসত্বর কমিয়ে ফেলতে হবে।

বুয়েটের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ফাহাদ হত্যাকা-ের পর পরই ১০ দফা দাবিতে শুরু হয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। গত ১৬ অক্টোবর আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে রুখে দিতে শপথ পাঠ করার মাধ্যমে মাঠের কর্মসূচির ইতি টানলেও সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দেন।

advertisement